যুগান্তর

তারিখ 11 JUL 2005 ... ...
পৃষ্ঠা ... ...৪ কলাম ... ১ ......

পাসের হার বৃদ্ধিই যথেষ্ট নহে

এই বৎসরের এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষায় গতবারের তুলনায় কেবল পাসের হারই বাড়ে নাই, জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাতটি বোর্ডে পাসের হারে হ্রাস-বৃদ্ধি রহিয়াছে, তবে কোন বোর্ডেই ফল বিপর্যয় ঘটে নাই। মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার উঁচু, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডও খারাপ করে নাই। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে আমরা জানাইতেছি অভিনন্দন। তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিবে সকলেই। প্রধানমন্ত্রী পাসের হার ও জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা খাতে সরকারের সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবং আগ্রহের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন তিনি। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টিতেও বর্তমান সরকারের সাফল্য রহিয়াছে। সাফল্যের এই ধারা আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। পরীক্ষা গ্রহণে কড়াকড়ি আরোপের পর প্রথমদিকে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে কিছু নেতিবাচক প্রভাব দেখা গিয়াছিল। সেইরূপ পরিস্থিতি হইতে পরীক্ষার্থীরা বাহির হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহাও সত্য যে, প্রায় ৪৮ ভাগ পরীক্ষার্থী এইবার পাস করিতে পারে নাই। প্রায় অর্ধেক পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ কারণে পাসও করিতে পারিল না, উহা খতাইয়া দেখা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী একটি সহযোগী দৈনিককে বলিয়াছেন, ইংরাজি ও গণিতে পাসের হার বাড়িলে পরীক্ষার সার্বিক ফল আরও ভাল হইত। তাহার বক্তব্যের সহিত অনেকে একমত হইবেন। প্রতিবারের মতো এইবারও গ্রামের দিকে ছাত্রছাত্রীরা কমবেশি ফল বিপর্যয়ের শিকার হইয়াছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাড়িতেছে শহর-গ্রামের ব্যবধান। গ্রামাঞ্চলের দিকে সরকারের নজর আরও বাড়াইতে হইবে। মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের নজরদারি করিতে হইবে নিবিড়। সেই ক্ষেত্রে তাহাদের উপযুক্ত মোটিভেশনও প্রয়োজন। সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতার প্রায় পুরাটাই জোগাইতেছে। তাহাদিগকে নূতন বেতন স্কেলের আওতায়ও আনা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের দালানকোঠা গড়িয়া দেওয়া হইতে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহেও বড় ভূমিকা রহিয়াছে সরকারের। এমতাবস্থায় শিক্ষাদানে কোন প্রকার গাফিলতি মানিয়া লইবার কোন অবকাশ নাই। এইবারও সারাদেশে চারশ'রও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন পরীক্ষার্থী পাস করিতে পারে নাই। উহাদের অর্ধেকেরও বেশি হইল মাদ্রাসা। হাতেগোনা কয়েকজন পাস করিয়াছে- এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইবে আরও বেশি। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিতে দেওয়া, রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়া, প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের পরীক্ষার হলে বসিতে দেওয়া ইত্যাদি সমস্যার কথা শুনা যাইতেছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। সমস্যাগুলির সমাধানে অগ্রগতির খবর আমরা জানিতে চাহি। ভিকারুননিসা নূন স্কুলসহ রাজধানী ও বড় বড় শহরের বরাবরই ভাল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির খবরও আমরা জানি। মেধাবী ছাত্রছাত্রী সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অবদান রাখিতেছে। ব্যর্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের অনুসরণ করিলে তাহা হইত আদর্শ পরিস্থিতি। গতবারের মতো এইবারও আমরা প্রস্তাব করিতেছি- পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুসৃত পাঠদান পদ্ধতি পর্যালোচনা করিয়া অন্যান্য স্কুলেও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ লওয়া হউক। শিক্ষা খাতে কেবল বরাদ্দ বাড়াইলেই চলিবে না, অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করিতেও সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। পরপর তিন বৎসর একজনও পাস করাইতে না পারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সেইগুলির মানোন্নয়নের পদক্ষেপই আমরা প্রত্যাশা করিব। স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখিতে হইবে। ইংরাজি-গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে সঠিকভাবে পাঠদানের যোগ্য শিক্ষকের অভাব লইয়া নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করিবার পাশাপাশি যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক গড়িয়া তুলিবার প্রক্রিয়া জোরদার করিবার ক্ষেত্রে সরকারকেই রাখিতে হইবে ভূমিকা। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়নও জরুরি। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের বড় ভূমিকা রহিয়াছে। অভিভাবকদেরও সন্তানের প্রকৃত মেধা ও যোগ্যতা বিকাশের ব্যাপারে হইতে হইবে যত্নবান। পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে পাসের হার আরও অনেক বাড়াইতে হইবে। ফেল করিবার বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন ও আপতিক ঘটনায় পরিণত করিতে হইবে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বৃদ্ধির বিষয়টি আনন্দের। ইহাতে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করা-না করা, প্রশ্নপত্র 'কঠিন' হওয়া-না হওয়ার মতো উপাদানের অবদানও কম নহে। উপযুক্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া কত ভাগ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী তৈরি করা যাইতেছে- উহাই বড় বিবেচনার বিষয়। সেই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হইলে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে যেই কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম হইবে। দেশ-বিদেশে কার্যকর উচ্চশিক্ষা গ্রহণেও দেখাইতে পারিবে সাফল্য। ছাত্রছাত্রীদের লইয়া গর্ব করিবার মতো পরিবেশই আমরা চাহিতেছি। এসএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের মধ্যে শিক্ষা হইতে ঝরিয়া পড়িবার হারও বেশি। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ইহা আরও সত্য। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের ভিতর আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজন। পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণের অবকাশ পাইলে তাহাদেরও অনেকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিবে। হতাশায় ভাঙিয়া পড়িবার কিছু নাই। লেখাপড়ায় একেবারে অমনোযোগীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মতো অর্থবহ বিকল্প ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাইতে পারে।